চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

[সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, দারিদ্র হ্রাস এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রেখে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যেম রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। 'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির হার শ্লথ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,২০,৮২০ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরিত রাজস্ব হতে ১০.৭ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৭৯,৯৭৯ কোটি টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৪২ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৬.০১ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮.৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ ও সম্পদ ব্যবহারে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯৫ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার ৪২ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদে দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।]

রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমানে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বান্ধব, উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র নিরসনমুখী পরিবেশ সৃজনে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত এক দশকের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৪.১ঃ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
মোট রাজস্ব	৪৯৪৭২	৬০৫৩৯	৬৯১৮০	৭৯৪৮৪	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৮২৯৫৪
কর রাজস্ব	৩৯২৪৭	৪৮০১২	৫৫৫২৬	৬৩৯৫৬	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৫৫২৯২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১০২২৫	১২৫২৭	১৩৬৫৪	১৫৫২৮	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২৭৬৬২
	স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
মোট রাজস্ব	৯.০০	৯.৬৩	৯.৮১	৯.৯৭	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১২.০৯
কর রাজস্ব	৭.১৪	৭.৬৪	৭.৮৮	৮.০২	৮.৬৩	৯.১২	৯.৭৪	৯.৬৯	১০.২৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৮৬	১.৯৯	১.৯৪	১.৯৫	১.৭৬	১.৭৬	১.৯১	১.৯৭	১.৮৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। নোট: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক ও অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/ পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে আমাদের দেশে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ৯.০০ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও বৃদ্ধির গতি শ্লথ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ হার আরো বৃদ্ধি পেয়ে ১২.০৯ শতাংশে পৌঁছবে মর্মে প্রাক্কলন করা হলেও অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। সারণি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮০ শতাংশের ওপর) আসে কর রাজস্ব হতে যা গঠিত হয় প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ -এ দেয়া হলো।

বক্স ৪.১ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা ২,২০,০০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ উর্ধ্ব বয়সের) এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য বিদ্যমান পৃথক করমুক্ত আয় সীমা ২,৫০,০০০ টাকা এবং ৩,০০,০০০ হতে বাড়িয়ে যথাক্রমে ২,৭৫,০০০ টাকা এবং ৩,৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য গেজেটভূক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি নয় এরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিঃ কোম্পানির করহার ৩৭.৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ধনী গরীবের বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ৪৪.২০ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের ওপর করের হার ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। তা ছাড়া সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান হারে ১০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে।
- গৃহ সম্পত্তি খাতের আর্থিক লেনদেনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও ঐ খাত থেকে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাড়ী ভাড়া আয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রাখা হয়েছে।
- নারী শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত গার্লস-স্কুল বা কলেজ এবং ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত অনুদান সম্পূর্ণ করমুক্ত করা হয়েছে।
- কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কৃষিখাতে প্রণোদনার অংশ হিসেবে এ করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অনগ্রসর এলাকায় স্থাপিত বা স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১০ বছর পর্যন্ত ২০ শতাংশ হারে কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় এইচএইচকে পদ্ধতির দূষণমুক্ত আধুনিক ব্রিক ফিল্ড শিল্পকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ এর সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণে ডিমিউচ্যুয়ালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জসমূহকে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পেনশনধারী ব্যক্তিদের অবসরোত্তর জীবনের কথা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ওয়েজ আর্নাসদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ও ওয়েজ আর্নাস ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ হতে অর্জিত সুদ আয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।
- রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নগদ প্রণোদনার ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।

- **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- লোকাল এল সি ও অনুমিত কমিশনের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।
- কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদত্ত যে কোন দানকে করমুক্ত করা হয়েছে।
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে করমুক্ত প্রদত্ত অনুদানের সীমা ৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- জনগনকে অপরিহার্য সেবা প্রদান নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উপর বিদ্যমান করহার হ্রাস করা হয়েছে।
- সরকারের প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ এবং আয়ের পুনঃবন্টন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমতা বিধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং আবাসিক এলাকায় জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন মূল্য নির্বিশেষে কাঠা প্রতি অগ্রিম কর নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- **শুল্ক ব্যবস্থা:**

- চার স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কর কাঠামো ০, ৫, ১০ ও ২৫ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ২ শতাংশ অপরিবর্তিত রয়েছে।
- ১২ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো (১০%, ১৫%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০%) প্রবর্তন করা হয়েছে । ১৫% এবং ২০০% সম্পূরক শুল্কের দুটি নতুন স্তর কার্যকর করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০%,২৫০%,৩৫০% ও ৫০০% সম্পূরক শুল্ক স্তর বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের হানিকর পণ্য সামগ্রী আমদানি (যেমন- সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ি) নিরুৎসাহিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।
- অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনি (finished sugar) এর প্রতি মেট্রিক টনের উপর আরোপিত Specific duty বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২০০০.০০ টাকা এবং ৪৫০০.০০ টাকা তে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Meltable Scrap এর টন প্রতি Specific duty ১৫০০ টাকা অপরিবর্তিত থাকলেও Ms billet/Ingot এর Specific duty টন প্রতি ৩৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। Silver Bullion-এর প্রতি Specific duty অপরিবর্তিত থাকলেও Gold Bullion এর প্রতি ১১,৬৬৪ গ্রামের Specific duty ৩০০০.০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য (luxury goods) এর উপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরো ১ (এক) বছরের জন্য অব্যাহত রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ বিবেচানায় ১০% শুল্ক হারের কতিপয় পণ্যের উপর ৫% হারে রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করা হয়েছে।
- মূলধনী যন্ত্রপাতিকে রেয়াতী সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে।
- নতুন এবং পুরাতন যানবাহনের শুল্ককর আদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য (Minimum value) নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধি বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- সিরামিক, স্টিল মেল্টিং, মুদ্রণ, বেবী ডায়াপার, পোল্ট্রি,প্লাস্টিকসহ বেশ কিছু দেশীয় শিল্পের কাঁচামালসহ ৫০ টিরও অধিক পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- মিথ্যা ঘোষণা এবং চোরাচালান প্রতিরোধে ৭০০ এর অধিক পণ্যের সম্পূরক শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

- **মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা**

(১) **মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উদারীকরণ**

ক) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জরিমানা আরোপের পরিমান ফাঁকিকৃত রাজস্বের সর্বনিম্ন এক চতুর্থাংশ হতে সর্বোচ্চ অর্ধাংশ করা হয়েছে।

খ) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে নিম্নবর্ণিত সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

গ) মূসক চালান দাখিলের সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে বৃদ্ধিপূর্বক ৫ কার্যদিবস করা হয়েছে;

ঘ) উৎপাদনকারী কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের সরবরাহের তুলনায় রপ্তানি কম হলে চলতি হিসাবে প্রত্যর্পণ/সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবে মর্মে বিধান করা হয়েছে; এবং

ঙ) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর প্রস্তুতকারক বা উৎপাদক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে সরবরাহ করতে পারবেন মর্মে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২) **মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি**

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে যথা:

ক) কিডনী ডায়ালাইসিস সল্যুশন (উৎপাদন পর্যায়ে)

খ) মেডিটেশন সেবা (সেবা পর্যায়ে)

গ) সকল প্রকার জন্মনিরোধক সামগ্রী (ব্যবসায়ী পর্যায়ে)

ঘ) জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহকারী (সেবা প্রদান পর্যায়ে)

ঙ) ক্রাসড চামড়া (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে) এবং

চ) সমুদ্রগামী জাহাজ (ধারণক্ষমতা ৫০০০ DWT এর উর্ধ্বে)।

(৩) **করভার হ্রাসকরণ**

ক) কার্গো এয়ারক্রাফট এর উপর অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (ATV) অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) **করভার বৃদ্ধি**

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে করের আপাতন (Tax incidence) বৃদ্ধি করা হয়েছে, যথা:

ক) গ্যারেজ ওয়ার্কসপ, ডকইয়ার্ড, ফটোগ্রাফার, পরিবহন ঠিকাদার, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের করভার ৪.৫% থেকে ৭.৫% করা হয়েছে

খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সেবার সংকুচিত ভিত্তি হার বিলুপ্ত করা হয়েছে

গ) ভূমি উন্নয়ন সংস্থা ও ভবন নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি ১.৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে

ঘ) রেঁস্তোরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়) সেবার বিপরীত সংকুচিত মূল্যভিত্তি ৬% থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫% করা হয়েছে এবং

ঙ) স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণ ও রুপার দোকানদার ও স্বর্ণ পাকাকারী এর উপর করভার ২% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে।

(৫) **সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস**

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে যথা:

ক) জর্দা ও গুলের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০% এর স্থলে ৬০% করা হয়েছে

খ) সিগারেট পেপারের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এবং

গ) বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট বাল্ব এর উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যামান ১৫% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে

(৬) **মূসক এর ট্যারিফ মূল্য পুনর্বিনাস সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস**

ক) রেপসীডস অয়েল, কোলজাসীডস অয়েল এবং ক্যানোলা অয়েল এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে

খ) স্ক্র্যাপ/শিপ স্ক্র্যাপের ট্যারিফ মূল্য ১৫০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন এর পরিবর্তে ২০০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়েছে

গ) এইচ আর কয়েল থেকে সি আর কয়েল এর ট্যারিফ মূল্য ৭৫০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন এর পরিবর্তে ৮২৫০ টাকা/প্রতি মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়েছে

ঘ) সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট, সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট,এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট,এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট এর ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে

ঙ) তারকাটা ও টোপ তারকাটার উপর ট্যারিফ মূল্য ২০% বৃদ্ধি করা হয়েছে

চ) নাট, বল্টু, স্ক্রু, জয়েন্ট (কানেক্টর), ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার ও পোল ফিটিংস এর ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে

ছ) এম এস প্রোডাক্ট এর সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে

জ) জি আই ওয়্যার এর সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং

ঝ) সিম কার্ড সরবরাহকারী সেবার বিপরীতে সিম কার্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০/- টাকা শুল্ক কর আদায়ের লক্ষ্যে ১৮১/- টাকা ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণ

- শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মান সংক্রান্ত বিধি বিধান সন্নিবেশ করে রাজস্ব ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নতুন (কাস্টমস আইন-২০১৪) এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত এ খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং সম্পন্ন করে শীঘ্রই জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে।
- শুল্ক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ অটোমেশনের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শুল্ক স্টেশন UNCTAD উদ্ভাবিত ASYCUDA Word বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় স্টেকহোল্ডারকে ইতোমধ্যেই এ ব্যবস্থায় শুল্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ব্যবস্থাটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে ঘোষণা দাখিল হতে শুল্ক কর পরিশোধ পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে অন-লাইনে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Mangment), খালাসোত্তর নিরীক্ষা (Post Clearance Audit), Authorized Economic Operator (AEO), Non Intrusive Inspection (NII), National Singal Window (NSW) প্রভৃতি আধুনিক শুল্ক ব্যবস্থাপনার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে আমদানি রপ্তানি পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে সময়ের সাশ্রয়ের মাধ্যমে সেবার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে মর্মে আশা করা যায় এবং এর ফলে আমদানি রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ১,৪৯,৭২০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৭৯৯৭৯ কোটি টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৪২ শতাংশ বেশি। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। সারণি ৪.২ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হল।

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
আমদানি শুল্ক	৮৯৯৭.১২	১১৫৬৬.০৫	১৩২৬৮.০৭	১৩২২৭.৫৫	১৩৫৪০.৮২	৯২৮৯.৪৪
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১০৬৫১.২২	১২৩৭৫.৮১	১৩৭৬৯.৬৪	১৪৮৪৬.৪৮	১৫৩১৮.৯০	১১১৭৩.৮২
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৩২০৩.১৩	৩৯৯৮.৭১	৪৩৬৮.৯০	৪২০৫.০১	৪৩৪৪.৪৩	৩২৮০.৪২
রপ্তানি শুল্ক	০.০০	২৮.৭১	৩৮.৯৫	৩৩.৪৭	২৬.৪৬	৩৩.৬৯
উপ মোট	**২২৮৫১.৪৭**	**২৭৯৫৯.২৮**	**৩১৪৪৫.৫৬**	**৩২৩১২.৫১**	**৩৩২৩০.৬১**	**২৩৭৭৭.৩৭**
আবগারী শুল্ক	৩৪৭.৪৯	৪৮৬.১৮	৬৬০.৩৬	৭৭২.৫৩	৮২২.৩৯	৮৩৭.৯৪
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৩৮১৬.৮৫	১৭৮৩২.৯৮	২১৯৮৮.৭২	২৬৩৬৭.২৬	২৯২৫২.১১	১৯৮৭২.৫২
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৭৫৯৩.৩৪	৯৭০১.১৯	১১৯২০.১৯	১১৯৮৫.২৯	১৩৬৪৭.১৯	১০০২১.৬০
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৪.৬৪	৩.৬৩	৩.৪৫	৩.৬৮	৪.৭২	২.৮৫
উপ মোট	**২১৭৬২.৩৫**	**২৮০২৩.৯৮**	**৩৪৫৭২.৭২**	**৩৯১২৮.৭৬**	**৪৩৭২৬.৪১**	**৩০৭৩৪.৯১**
মোট পরোক্ষ কর	**৪৪৬১৩.৮২**	**৫৫৯৮৩.২৬**	**৬৬০১৮.২৮**	**৭১৪৪১.২৭**	**৭৬৯৫৭.০২**	**৫৪৫৭৮.৩৭**
আয়কর	১৭০৪২.৩৮	২৩০০৭.৫৩	২৮২৬১.৮৭	৩৭১২০.৬৫	৪২৯১৫.৫০	২৪৯০৮.৮৭
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৩৮৬.০৬	৪১২.০৪	৪৭৩.৯৬	৫৮৯.৮১	৬৪০.৩১	৫৫৭.৫৭
মোট প্রত্যক্ষ কর	**১৭৪২৮.৩৪**	**২৩৪১৯.৫৭**	**২৮৭৩৫.৮৩**	**৩৭৭১০.৪৬**	**৪৩৫৫৫.৮১**	**২৫৪৬৬.৪৪**
সর্বমোট	**৬২০৪২.১৬**	**৭৯৪০২.৮৩**	**৯৪৭৫৪.১১**	**১০৯১৫১.৭৩**	**১২০৫১২.৮৩**	**৭৯৯৭৮.৭২**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**৭১.৯১**	**৭০.৫১**	**৬৯.৬৭**	**৬৫.৪৫**	**৬৩.৮৬**	**৬৮.১৬**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**২৮.০৯**	**২৯.৪৯**	**৩০.৩৩**	**৩৪.৫৫**	**৩৬.১৪**	**৩১.৮৪**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

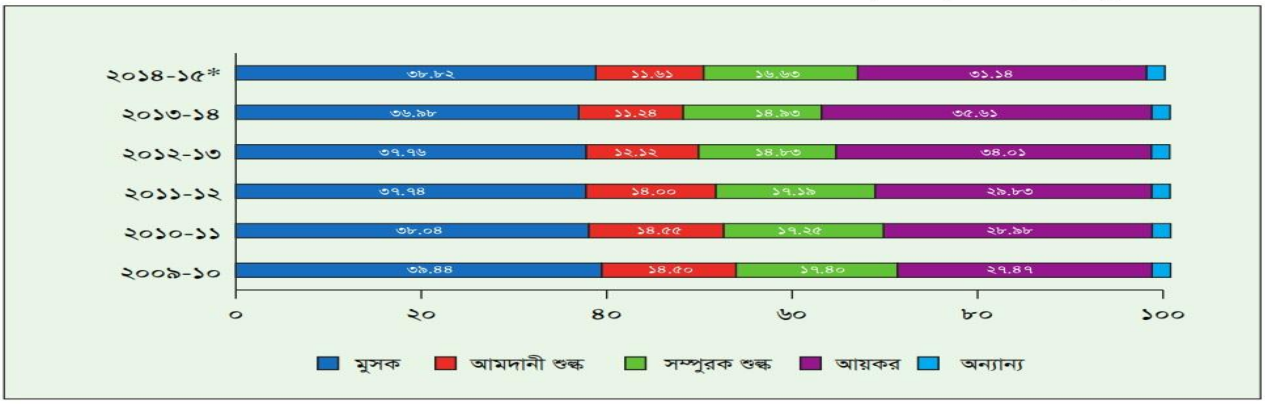

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.১ হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৮.৭৯ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৭-৪০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০০৯-১০ অর্থবছরের ২৭.৪৭ শতাংশ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৫.৬১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে চলতি অর্থবছরের

প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার হ্রাস পেয়ে ৩১.১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মোট রাজস্বে অন্যান্য উৎসমূহের অবদান ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি সত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭৩ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ -এ দেখানো হল।

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	৬৬৮৩৬	৯৩৬০৮	৯৪১৪০	১১০৫২৩	১৩০০১১	১৬১২১৩	১৮৯৩২৬	২১৬৬২২	২৫০৫০৬
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৪৪৪১২	৫৭৪২৫	৬৭১২৫	৭৭১২৭	৮৩১৭৭	১০০৯৮৬	১১০৬২৭	১৩৪৯০৭	১৫৪২৪১
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	২৩৪৬২	২৪৩৫০	২৫৭০২	৩১৮১৬	৩৯৬১৫	৪৫৬৫০	৫৭৭৫১	৬৫১৪৫	৮৬৩৪৫
(গ) অন্যান্য ব্যয়	-১০৩৮	১১৮৩৩	১৩১৩	১৫৮০	৭২১৯	১৪৫৭৭	২০৯৪৮	১৬১৭০	৯৯২০
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১২.১৬	১৪.৮৯	১৩.৩৫	১৩.৮৬	১৪.২০	১৫.২৮	১৫.৭৯	১৬.১২	১৬.৫৫
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৮.০৮	৯.১৩	৯.৫২	৯.৬৭	৯.০৮	৯.৫৭	৯.২৩	১০.০৪	১০.১৯
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪.২৭	৩.৮৭	৩.৬৫	৩.৯৯	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৮২	৪.৮৫	৫.৭০
(গ) অন্যান্য ব্যয়	-০.১৯	১.৮৮	০.১৯	০.২০	০.৭৯	১.৩৮	১.৭৫	১.২০	০.৬৬

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক ও অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগের মোট আকার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক), ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির আকার ৭৫,০০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল এডিপির আকার ছিল ৮০,৩১৫ কোটি টাকা। বিগত কয়েক বছরের এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সহ সার্বিক উপাত্ত সারণি ৪.৪ -এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৪-১৫*	১১৮৭	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৪১৫৯৪	২৬৭৪২	১৪৮৫২
									(৫৫%)	(৫৩%)	(৬০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭	৩৮০৫১	১৮৬৯৬
									(৯৫%)	(৯৮%)	(৮৮%)
২০১২-১৩	১০৩৭	৫৫০০০	৩৩৫০০	২১৫০০	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০	৫০০৩৫	৩৩৬৩৯	১৬৩৯৬
									(৯৬%)	(৯৯%)	(৮৯%)
২০১১-১২	১০৩৯	৪৬০০০	২৭৩১৫	১৮৬৮৫	১২৩১	৪১০৮০	২৬০০০	১৫০০০	৩৮০২৩	২৫৪৪৮	১২৫৭৫
									(৯৩%)	(৯৮%)	(৮৪%)
২০১০-১১	৯১৬	৩৮৫০০	২৩২০০	১৫৩০০	১১৮৫	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩২৮৫৫	২৩০৪৫	৯৮১০
									(৯২%)	(৯৭%)	(৮২%)
২০০৯-১০	৮৮৬	৩০৫০০	১৭৬৫৫	১২৮৪৫	১১০০	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	২৫৯১৭	১৬৪০৫	৯৫১২
									(৯১%)	(৯৫%)	(৮৪%)
২০০৮-০৯	৯০৪	২৫৬০০	১৩৬০০	১২০০০	১০৪০	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	১৯৭০১	১১৮৭৩	৭৮২৮
									(৮৬%)	(৯৩%)	(৭৭%)
২০০৭-০৮	৯৩১	২৬৫০০	১৬৭০০	৯৮০০	১০৫৮	২২৫০০	১৩৫৫০	৮৯৫০	১৮৪৫৫	১১৪৮০	৬৯৭৫
									(৮২%)	(৮৫%)	(৭৮%)
২০০৬-০৭	৮৬৩	২৬০০০	১৭২৫০	৮৭৫০	১০৯৮	২১৬০০	১৩৬৫০	৭৯৫০	১৭৯১৭	১১৭০৯	৬২০৮
									৮৩%)	(৮৬%)	(৭৮%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। নোট: এডিপির হিসাব নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত দেখানো হয়েছে * এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ২৬,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাড়ে তিনগুণ উন্নীত হয়ে ৭৫,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে শুধু প্রকল্প সংখ্যা ও আকারে নয় বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরের যেখানে বাস্তবায়ন হার ৮৩ শতাংশ সেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৫৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৫৫ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, পরিবহন খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থসামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫ -এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হল।

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
খাত	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
১. কৃষি	১৭৬৬.২৮	৬.২০	২২৪৬.৩৫	৬.২৬	২৫৩৬.২৩	৬.১৭	২৮৪৫.৪১	৫.৪৩	৩৫১১.৭৬	৫.৮৫	৪৫৬৭.৬৮	৫.৩১
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৪০১৭.৯০	১৪.১০	৪৫৬৫.২৬	১২.৭২	৫০৯৭.৩১	১২.৪১	৬৮২৪.৪৯	১৩.০৩	৬৯৭৭.১৫	১১.৬৩	৭৪৪৬.১০	৮.৬৬
৩. পানিসম্পদ	১১৯২.৯৮	৪.১৯	১৩১১.০৯	৩.৬৫	১৪৩৯.৯০	৩.৫১	১৬৭৬.৮১	৩.২০	১৮৮৯.৩৮	৩.১৫	২৬৬৮.৩৪	৩.১০
৪. শিল্প	৪৮১.০৭	১.৬৯	৩৭৪.৬৮	১.০৪	৯৬৮.৮৮	২.৩৬	১৮৩৬.৪০	৩.৫১	২৭২৭.১৪	৪.৫৫	২১৭৮.৩২	২.৫৩
৫. বিদ্যুৎ	২৬৪৪.২৬	৯.২৮	৫৯৮১.৮৮	১৬.৬৭	৭২০৮.১০	১৭.৫৫	৮৮০৩.০৪	১৬.৮১	৮০৬৬.১১	১৩.৪৪	৯২৭৭.৮৯	১০.৭৯

অর্থবছর	২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩		২০১৩-১৪		২০১৪-১৫	
খাত	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%	বরাদ্দ	%
৬. তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৯১.৮৩	৩.৮৩	১০৫৪.৮৬	২.৯৪	৭২৬.০৯	১.৭৭	১৩৭৭.৫৮	২.৬৩	১৯১২.৬৬	৩.১৯	৪৩৭৬.৮০	৫.০৯
৭. পরিবহণ	৩৭৮৪.৯৬	১৩.২৮	৫৩৫৫.৪০	১৪.৯৩	৬৩৮১.৮১	১৫.৫৪	৮৪৫৭.০৬	১৬.১৫	১০২৯৫.১৩	১৭.১৬	১৯৪৩০.৯৩	২২.৫৯
৮. যোগাযোগ	৩২৬.১৬	১.১৪	২৭৬.১৭	০.৭৭	৮৭৭.৯৬	২.১৪	৯০৫.৬৫	১.৭৩	৭৮৬.৬৭	১.৩১	৮১৭.৪৫	০.৯৫
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	২৯৭৭.০৬	১০.৪৫	৩২৯৩.৫৪	৯.১৮	৪২৩০.৫৩	১০.৩০	৫০৪৩.৫৮	৯.৬৩	৫৩৮৩.৩৫	৮.৯৭	১০৪৬৮.৮৮	১২.১৭
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৪৪৮১.২৯	১৫.৭২	৫০৪৭.৬৫	১৪.০৭	৪৮২১.৩২	১১.৭৪	৬৬৩৯.১৭	১২.৬৮	৭৯৯৪.৭৪	১৩.৩২	৯৮৮৭.৮৬	১১.৫০
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৭১.৯০	০.৬০	৩৬৬.৭৯	১.০২	১৪০.৯২	০.৩৪	১৭৭.৮৫	০.৩৪	২৬৫.৯২	০.৪৪	১৮২.৯৩	০.২১
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৩০২২.৭০	১০.৬১	৩১৬২.০৮	৮.৮১	৩৩৮৬.৬৭	৮.২৪	৩৯৯৫.৫৪	৭.৬৩	৪২১৯.৭৯	৭.০৩	৫০৪৩.০১	৫.৮৬
১৩. গণসংযোগ	৮২.৪০	০.২৯	৯২.১০	০.২৬	৬২.৪১	০.১৫	৫০.২০	০.১০	১১১.৯০	০.১৯	১১৮.৫৬	০.১৪
১৪. সমাজ কল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	২৭১.২৪	০.৯৫	৩১৭.৪২	০.৮৮	৩২১.২৮	০.৭৮	৩৯৯.৩৬	০.৭৬	৪৫১.৩১	০.৭৫	৫৭৬.১৩	০.৬৭
১৫. জনপ্রশাসন	৮৩৬.২১	২.৯৩	১০০৩.৮১	২.৮০	৯৭২.৫৭	২.৩৭	১০৩৫.২৭	১.৯৮	১৩৭১.২৭	২.২৯	২২৩০.২৫	২.৫৯
১৬. এসআইসিটি	১৫৪.০৭	০.৫৪	১৪৭.৩৭	০.৪১	১৩৫.০৪	০.৩৩	২৮৮.৮৫	০.৫৫	১৫৫৯.০৩	২.৬০	৩২৫৪.৭৫	৩.৭৮
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৩৪.৩৮	০.১২	৩৯.৩৮	০.১১	১২৫.৯৭	০.৩১	২৮২.৭৫	০.৫৪	৩৫৪.৪০	০.৫৯	৪১৩.৫৬	০.৪৮
থোক/ অন্যান্য	১১৬৮.৩২	৪.১০	১২৪৪.১৭	৩.৪৭	১৬৪৭.০০	৪.০১	১৭২৭.০০	৩.৩০	২১২২.২৯	৩.৫৪	৩০৬০.৫৬	৩.৫৬
সর্বমোট বরাদ্দ	**২৮৫০০.০০**	**১০০.০০**	**৩৫৮৮০.০০**	**১০০.০০**	**৪১০৮০.০**	**১০০.০০**	**৫২৩৬৬.০০**	**১০০.০০**	**৬০০০০.০০**	**১০০.০০**	**৮৬০০০.০০**	**১০০.০০**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। নোট: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল এডিপি ভিত্তিক ও অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

সারণি ৪.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত আরএডিপিতে খাত ভিত্তিক বরাদ্দের ধারা পর্যালোচনায় দেখা যায় এডিপি'র ১৭টি খাতের মধ্যে পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাত, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাত, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাত এবং কৃষি খাতকে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিগত ৩টি অর্থ বছরের আরএডিপিতে বিদ্যুৎ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও এ হার ক্রমাগত হ্রাস পায় যা ঐ অর্থ বছরের মোট উন্নয়ন বরাদ্দের যথাক্রমে ১৭.৫৫ শতাংশ, ১৬.৩৬ শতাংশ ও ১৩.১৪ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বরাদ্দ ৫,০১৭.০৮ কোটি থেকে ৭,২০৮.১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিবহণ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়, যা ঐ অর্থ বছরে মোট এডিপি বরাদ্দের ২২.৫৯ শতাংশ। পরিবহণ ও বিদ্যুৎ খাতের পাশাপাশি সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ মোট এডিপির ১৫.৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১.৫০ শতাংশ হলেও পরিমাণের দিক থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দের হার বৃদ্ধি না পেলেও আকারের দিক থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বিগত এক দশকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ -এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হল।

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
এডিপি	২১৬০০	২২৫০০	২৩০০০	২৮৫০০	৩৫৫৮৮	৪১০০০	৫২৩৩৬	৬০০০০	৭৫০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১৪৮০	৭৯৭৩	১০০১০	১২০০০	২০৮৫০	২৪৭৯৪	৩৮৬২০	৩৮৮০০	৪৮৯১৫
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৩.১৫	৩৫.৪৪	৪৩.৫২	৪২.১১	৫৮.৫৯	৬০.৪৭	৭৩.৭৯	৬৪.৬৭	৬৫.২২

উৎসঃ আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ও হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তিনটি অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম সম্পদ, অর্থাৎ ৫০ শতাংশের নিম্নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর ও আইলা পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরসমূহের সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান হ্রাস পায়।

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৫৯ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৭৩.৭৯ শতাংশে উপনীত হয় যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অপরদিকে এই ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারার পরিবর্তন আসে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যেখানে ৬৪.৬৬ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৩.৭৭ শতাংশ। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া সত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ গড়ে ৬৫ শতাংশের ওপর যা তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ -এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৪.৭ঃ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৩.১৬	-৫.২৬	-৩.৫৪	-৩.৮৯	-৩.৮০	-৪.৩৯	-৪.১৪	-৪.৪৩	-৪.৪৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-২.৭৭	-৪.৫৬	-২.৮৪	-৩.৪২	-৩.৩৪	-৩.৯৭	-৩.৭০	-৩.৯৯	-৪.০৫
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	১.৮২	৩.১৭	২.০১	২.১৭	২.৭১	৩.২৭	২.৭১	৩.০৫	২.৮৬
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	০.৯৪	১.৩৯	০.৮৩	১.২৫	০.৬৩	০.৭০	০.৯৯	০.৯৪	১.১৯
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	১.৩৩	২.০৯	১.৫৩	১.৭২	১.০৯	১.১২	১.৪৩	১.৩৮	১.৬০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। নোট: ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উপাত্তসমূহ মূল বাজেটভিত্তিক ও অন্যান্য অর্থবছরের উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

উপরের সারণি হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ছাড়া অন্যান্য অর্থবছরসমূহে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপি-এর ৫ শতাংশের নিচে রয়েছে। বৈদেশিক অনুদানকে প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচনা করলে এ হার ৪ শতাংশের নীচে রয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিপিসির দায়-দেনা পরিশোধের কারণে বাজেট ঘাটতি কাঙ্খিত মাত্রা সামান্য ছাড়িয়ে যায়।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪৯.০ শতাংশ হ্রাস পেলেও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ ১০১.০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ২২,৫৫১.৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) ছিল ৭,২০৭.২ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ১৫,৩৪৪.৩ কোটি টাকা ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪,৭২১.৩ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.২ এবং সারণি ৪.৮ -এ দেখানো হল।

সারণি ৪.৮ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০০৮-০৯	২৯৫৮.২	৮৩১৭.৯	১১২৭৬.১	৫৬৪৩.১	১৬৯১৯.২	২.৪
২০০৯-১০	-৬৬৩৪.৯	২৮৪২.০	-৩৭৯২.৯	১২৪১৯.৪	৮৬২৬.৫	১.১
২০১০-১১	৯৭২৯.২	৯১৫১.৫	১৮৮৮০.৭	২০৮৮.১	২০৯৬৮.৮	২.৩
২০১১-১২	৫৯৬৩.৯	১৩৩৪০.৯	১৯৩০৪.৮	২১৬০.৪	২১৪৬৫.২	২.০
২০১২-১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২	১৬৬৬৬.৬	৭৬৩৪.৮	২৪৩০১.৪	২.০
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫*	-৭৮৪৯.২	১২৩৪.৫	-৬৬১৪.৭	২১৩৩৬.০	১৪৭২১.৩	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; *জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত

লেখচিত্র ৪.২: অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণ

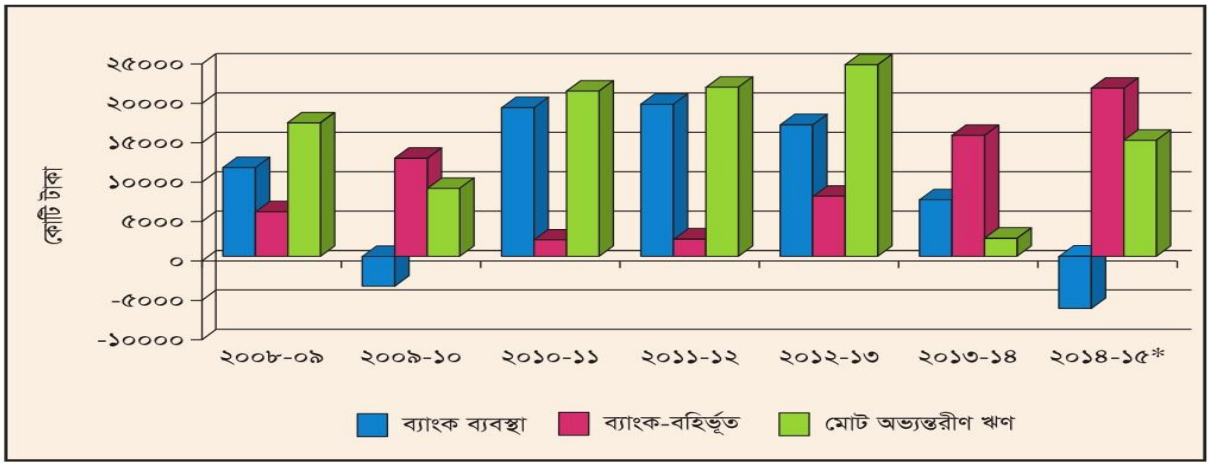

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান। এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হল।

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪=২+৩	৫	৬	৭=৫+৬	৮=৪-৬	৯=৪-৭
২০০৬-০৭	৫৯০	১০৪০	১৬৩০	১৮২	৫৪০	৭২২	১০৯০	৯০৮
২০০৭-০৮	৬৫৮	১৪০৩	২০৬১	১৮৪	৫৮৬	৭৭০	১৪৭৫	১২৯১
২০০৮-০৯	৬৫৮	১১৮৯	১৮৪৭	২০০	৬৫৫	৮৫৫	১১৯২	৯৯২
২০০৯-১০	৬৩৪	১৫৮৮	২২২২	১৯০	৬৮৫	৮৭৫	১৫৩৭	১৩৪৭
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১৩৫৭	১১৬০
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪	৬৮১	২৪০৪	৩০৮৫	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯১
২০১৪-১৫*	৩৪৭	১৪৯৫	১৮৪২	১৩৪	৬৫৯	৭৯৪	১১৮৩	১০৪৮

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৫পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩,০৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি হতে ৯.৭৫ শতাংশ বেশি। আরো উল্লেখ্য যে, এ সময়ে দায় পরিশোধও ছিল সর্বোচ্চ (১২৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের দায় পরিশোধ হতে ১৮.৬১ শতাংশ বেশি। ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ বেড়েছে মাত্র ৪.১৯ শতাংশ। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

লেখচিত্র ৪.৩ : বৈদেশিক সহায়তার গতিধারা

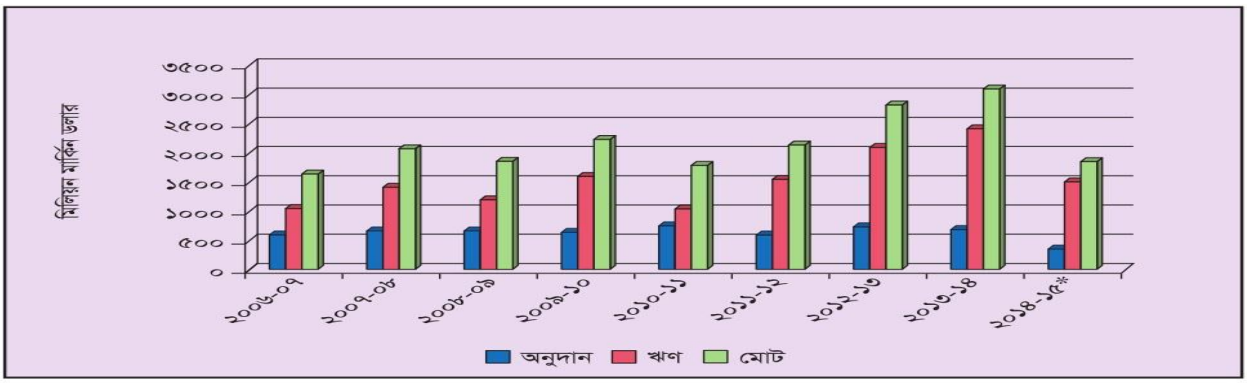

সারণি ৪.১০ঃ এক নজরে বাজেট

বিবরণ	বাজেট ২০১৪-১৫	সংশোধিত ২০১৩-১৪	হিসাব ২০১২-১৩
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব প্রাপ্তি	১৮২৯৫৪	১৫৬৬৭১	১২৮১২৮
করসমূহ	১৫৫২৯২	১৩০১৭৮	১০৭৪৫২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	১৪৯৭২০	১২৫০০০	১০৩৩৩২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৫৫৭২	৫১৭৮	৪১২০
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২৭৬৬২	২৬৪৯৩	২০৬৭৬
বৈদেশিক অনুদান	৬২০৬	৫৯৫৬	৬৮৭৯
মোট	**১৮৯১৬০**	**১৬২৬২৭**	**১৩৫০০৭**
ব্যয়			
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১৫৪২৪১	১৩৪৯০৭	১০৪৩১৮
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১২৮২৩১	১১৫৯৯৮	৯৯৩৭৬
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	২৯৩০৫	২৪৮৫৪	২২৩২২
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১৭৩৮	১৬৮৬	১৫৯৩
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	২৬০১০	১৮৯০৯	৪৯৪৩
খাদ্য হিসাব	৩০৯	১৮৮	-৪৩৭
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	৯৬১১	১৫৯৮২	১৬৯৫৯
উন্নয়নমূলক ব্যয়	৮৬৩৪৫	৬৫১৪৫	৫৩১৭২
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	১০৬৮	৮৯৩	৫৯৭
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	৩৪৬৯	৩০৫৮	১৮০২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৮০৩১৫	৬০০০০	৪৯৪৭৪
এডিপি বহির্ভূত কাবিখা ও স্থানান্তর কর্মসূচি	১৪৯৩	১১৯৪	১২৯৯
মোট ব্যয়	**২৫০৫০৬**	**২১৬২২২**	**১৭৪০১৩**
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৬১৩৪৬	৫৩৫৯৫	৩৯০০৬
জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ঘাটতি	৪.৫	৪.৫	৩.৮
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৬৭৫৫২	৫৯৫৫১	৪৫৮৮৫
জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ঘাটতি	৫.০	৫.০	৪.৪
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণনীট-	**১৮০৬৯**	**১২৬১৩**	**৫৮১২**
বৈদেশিক ঋণ	২৬৫১৯	২১০৫৮	১৩৩০১
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৮৪৫০	-৮৪৪৫	-৭৪৮৯
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৪৩২৭৭**	**৪০৯৮২**	**৩৩১৯৩**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৩১২২১	২৯৯৮২	২৭৪৬৪
দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	১৯৮২৪	১৬৯৫৫	২২৭৪৬
স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	১১৩৯৭	১৩০২৭	৪৭১৮
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	১২০৫৬	১১০০০	৫৭২৯
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	৯০৫৬	৮০০০	৮২৪
অন্যান্য	৩০০০	৩০০০	৪৯০৫
মোট অর্থসংস্থান	৬১৩৪৬	৫৩৫৯৫	৩৯০০৫
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি	১৩৩৯৫০০	১১৮১০০০	১০৩৭৯৮৭

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৪-১৫, অর্থ বিভাগ। নোট: জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।